

সিয়ামের উদ্দেশ্য ও আদব কী কী?

সিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌তীতি অর্জন করা তথা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ বলেনঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।” (সূরা বাকারা : ১৮৩)

- ✍ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “(সিয়ামরত অবস্থায়) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যার বেসাতি ও অসৎকর্ম করা থেকে বিরত না হয়, সেই ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার কোন গুরুত্বই আল্লাহর কাছে নেই। (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ধরনের সিয়াম কবুল করবেন না।)” (সহীহ বুখারী)
- ✍ সিয়ামের আদব হচ্ছে, বেশী বেশী দান-খয়রাত করা, নেককাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা। রসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। রমাদান মাসে যখন জিবরীল (আ.) তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তখন তিনি আরো বেশী দান করতেন। (সহীহ বুখারী)
- ✍ আরো আদব হচ্ছে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা। যাবতীয় মিথ্যাচার, গালিগালাজ, ধোঁকা, বিশ্বাসভংগ করা, হারাম ও অশ্লীল বস্তু দেখা বা শোনা প্রভৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা প্রতিটি মানুষের উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে সিয়ামপালনকারীর জন্য তো অবশ্যই।
- ✍ রমাদান রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস বলে ১০ দিন ১০ দিন করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই হাদীসটি সহীহ নয়।

রমাদান ও সিয়ামের মাসলা-মাসায়েল

তারাবীহ সলাতের ইতিহাস

আয়িশা (রা.) বলেছেন, ‘একদা রসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে সলাত আদায় করলেন। তাঁর অনুসরণ করে অনেক লোক সলাত আদায় করল। অতঃপর পরের রাতে সলাত আদায় করলে লোক আরো বেশী হল। তৃতীয় রাতে লোকেরা জমায়েত হলে তিনি বাসা থেকে বের হলেন না। ফযরের সময় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “আমি তোমাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিকট (সলাতের জন্য) বের হতে আমার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু আমি আশঙ্কা করলাম যে, ঐ সলাত তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে।” এ ঘটনা হল রমাদানের।’ (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ভেতরের পাতায়

সাহুর এর নিয়মকানুন	২	সিয়াম ভঙ্গের কারণ, কাযা সিয়াম ও সিয়ামের কাফফারা	৬
ইফতার এর নিয়মকানুন	২	অসুস্থলোকের সিয়াম ও অতিবৃদ্ধলোকের সিয়াম	৬
সিয়াম অবস্থায় যা বৈধ	৩	রসূল (সা.) কীভাবে তারাবীহর সলাত আদায় করেছেন	৭
সিয়াম পালনকারীর জন্য যা করা অপছন্দনীয়	৬	সিয়াম সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর	৮

From the Qur'an:

✍ রমাদান মাস। এই মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, হিদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্দেশক। (সূরা আল বাকারা : ১৮৫)

From the Hadith:

✍ মানব সন্তানের প্রতিটি আমলের প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। (সহীহ মুসলিম)

সাহুর (সেহরী) খাওয়ার গুরুত্ব

রসূল (সা.) বলেছেন : তোমরা সাহুর খাও, কারণ সাহুরে বরকত আছে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সাহুরে বরকত থাকার মানে হল, সাহুর সিয়ামপালনকারীকে সবল রাখে এবং সিয়ামের কষ্ট তার জন্য হালকা করে।

রসূলুল্লাহ (সা.) এই সাহুর-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) সিয়ামের মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবের সিয়ামের মাঝে পার্থক্য হল সাহুর খাওয়া।” (সহীহ মুসলিম)

কী খেলে সাহুর খাওয়া হবে?

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, “সাহুর খাওয়াতে বরকত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সাহুর খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা দু’আ করতে থাকেন।” (আহমাদ)

আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “মুমিনের শ্রেষ্ঠ সাহুর হল খেজুর।” (আবু দাউদ)

ফযর হওয়ার ৫-১০ মিনিট আগে

সাহুর খাওয়া বন্ধ করা বিদ’আত

ফযর শুরু হওয়ার ৫-১০ মিনিট আগে সতর্কতামূলকভাবে পানাহার থেকে বিরত হওয়া একটি বিদ’আত। কোন কোন পঞ্জিকায় একটি ঘর সাহুর-এর শেষ সময় এবং পৃথক আর একটি ঘর ফযরের আযানের থাকে। এই ধরনের কাজ আসলে শরীয়ত-বিরোধী। কারণ, সাহুর-এর শেষ সময় যেটা, সেটাই ফযরের আযানের সময়। আর ফযরের আযানের সময়ের আগে লোকেদের পানাহার বন্ধ করা অবশ্যই শরীয়ত-বিরোধী কাজ।

সাহুরে লোক জাগানোর জন্য বিদ’আত

ফযরের আগে একটি আযান আছে, যা তাহাজ্জুদ ও সাহুর-এর সময় জানাবার জন্য ব্যবহার করা হত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে। অতএব সাহুর-এর সময় লোকেদেরকে জাগানোর জন্য সেই আযানের বদলে কুরআন বা গজল পড়া, ঘন্টা বাজানো, অথবা ঢোল বাজানো বিদ’আত।

তাড়াতাড়ি ইফতার করার নির্দেশ

রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সত্বর ইফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাতে আমাদের মঙ্গল আছে। তিনি বলেছেন, “লোকেরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে যতক্ষণ তারা (সূর্য ডোবার পর সলাতের আগে) ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে।” (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

যেহেতু ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা সিয়াম রেখে দেবী করে ইফতার করে, তাই তিনি আমাদেরকে তাদের বিপরীত আচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা দেবী করে

ইফতার করে।” (আবু দাউদ)

সতর্কতা-১ : আমাদের সমাজে দেখা যায় যে মহিলারা ইফতার তৈরী ও পরিবেশন করতে গিয়ে নিজেরাই দেবীতে ইফতার করেন আর এতে রসূল (সা.)-এর আদেশকে অমান্য করা হয় ও সুন্নাহ পালন করা হয় না।

সতর্কতা-২ : আরো একটি বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। আর তা হলো, সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে রমাদান মাস হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) অর্জনের মাস অর্থাৎ সমস্ত গুনাহ থেকে দূরে থেকে মুত্তাকী হওয়ার মাস। রমাদান মাসে অনেকের বাসায় ও বিভিন্ন জায়গায় ইফতার পার্টি থাকে। অনেক পার্টিতেই দেখা যায় মহিলারা পরপুরুষের সাথে ফ্রী মিক্সিং করে (হারাম কাজ করে) তাদের সারা দিনের অর্জন করা তাকওয়া সব শেষ করে দেয়। এছাড়াও মহিলারা সারাদিন বেপর্দায় শপিং করেও তাকওয়া অর্জন নষ্ট করে দেয়।

সতর্কতা-৩ : আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, গরীবের দুঃখ উপলব্ধি করা বা ক্ষুধার কষ্ট বুঝার জন্য আল্লাহ সিয়ামের বিধান দিয়েছেন! এটি ভুল কথা, এর কোন দলিল নেই। রমাদান মাসে যতো ইচ্ছে খাওয়া যাবে কিন্তু অপচয় করা যাবে না। আল্লাহ বলেন “তোমরা খাও এবং পান কর, অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আরাফ : ৩১) তাই অপচয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কী দিয়ে ইফতারী করতে হবে?

আনাস (রা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর রসূল (সা.) [মাগরিবের] সলাত আদায়ের পূর্বে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে কিন্তু তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ইফতার করার সময় খাওয়ার মত কোন জিনিস না পাওয়া গেলে মনে মনে ইফতারের নিয়ত করাই যথেষ্ট।

ইফতার ও সাহুর-এর কোন নির্দিষ্ট নিয়ত নেই

ইফতারের এবং সাহুর-এর “নাওয়াইতুয়ান....” ইত্যাদি বলে মুখে উচ্চারণ করে কোন নিয়ত নেই। আমাদের দেশে ইফতারের এবং সাহুর-এর যে নিয়ত প্রচলিত আছে তা সহীহ হাদীসভিত্তিক নয়। এই ধরনের নিয়ত বিদ’আত। তবে সিয়ামের জন্য রমাদানের শুরুতে অথবা প্রতি ফযরের আগে মনে মনে ইচ্ছা বা সংকল্প অবশ্যই থাকতে হবে।

যে ব্যক্তি ফযরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই সিয়াম পালনের নিয়ত করল না তার সিয়াম শুদ্ধ হল না। (আবু দাউদ : ২৪৫৪)

সাহুর ও ইফতারের সময় কী বলবে?

পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা। কারণ, রসূলুল্লাহ (সা.) তা বলতে আদেশ করেছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলতে হয়, বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহ ওয়া আ-খিরাহ। (অর্থ : শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।) (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে দু'আ কবুল হওয়ার কথা বিশুদ্ধ নয়

আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে ইফতারের আগে দু'আ কবুল হয়। তাই অনেকে ইফতারের ঠিক আগমুহূর্তে ইফতার সামনে নিয়ে বসে হাত তুলে মুনাযাত করতে থাকেন।

পক্ষান্তরে ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে দু'আ কবুল হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসী বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা যযীফ। অনুরূপ ইফতারের সময় একাকী বা জামাআতের সাথে হাত তুলে দু'আও বৈধ নয়। কারণ, সুলাহ (রসূলুল্লাহ (সা.) বা তাঁর সাহাবাগণের তরীকায়) এ আমলের বর্ণনা মিলে না।

সিয়াম অবস্থায় দু'আ

সিয়ামপালনকারীর উচিত, ইফতার করার আগে পর্যন্ত সিয়াম থাকা অবস্থায় সারাদিন বেশী বেশী করে দু'আ করা। কারণ, সিয়াম থাকা অবস্থায় সিয়ামপালনকারীর দু'আ আল্লাহর নিকট কবুল হয়। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তিনি ব্যক্তির দু'আ অগ্রাহ্য করা হয় না (বরং কবুল করা হয়); পিতার দু'আ, সিয়ামপালনকারী দু'আ এবং মুসাফিরের দু'আ।” (বাইহাকী)

- খাওয়া শেষ হলে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলতে হয়। যেহেতু কিছু খাওয়া অথবা পান করার পর বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করুক এটা তিনি (আল্লাহ) পছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)

ইফতার করার পর দু'আ

ইবনে উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) ইফতার করার পর এই দু'আ বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِنِ شَاءَ اللهُ

যাহাবায যমা-উ অবতাল্লাতিল উরুকু অছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইনশা আল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। (আবু দাউদ)

ইফতারের সময় এই দু'আ-ই সবচেয়ে সহীহরূপে রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইফতারের অন্যান্য (আল্লাহুমা লাকা সুমতু ইত্যাদি) দু'আ বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত নয়।

সিয়াম অবস্থায় যা বৈধ

কিছু কাজ আছে যা সিয়াম অবস্থায় বৈধ নয় বলে অনেকের মনে হতে পারে, অথচ তা সিয়ামপালনকারীর জন্য করা বৈধ।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই পরিষ্কার জ্ঞান নেই। তাই বিষয়গুলো শরীয়া মতে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো। যেমন-

• পানিতে নামা, ডুব দেয়া ও সাঁতার কাটা

সিয়ামপালনকারীর জন্য পানিতে নামা, ডুব দেয়া ও সাঁতার কাটা, একাধিকবার গোসল করা, এসির (A/C) হাওয়াতে বসা এবং কাপড় ভিজিয়ে গায়ে-মাথায় জড়ানো বৈধ। যেমন পিপাসা ও গরমের তাড়নায় মাথায় পানি ঢালা, বরফ বা আইস (ice) চাপানো দৃশ্যীয় নয়।

আবু বাকর বিন আব্দুর রহমান রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহাবী) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সা.)-কে দেখেছি, তিনি সিয়াম রেখে পিপাসা অথবা গরমের কারণে নিজ মাথায় পানি ঢেলেছেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, মালেক, মুআত্তা)

• মিসওয়াক করা

মিসওয়াক করা শুধুমাত্র সিয়াম পালনকারীর জন্যেই নয়, বরং সকলের জন্য এবং দিনের শুরু ও শেষ ভাগে সব সময়ের জন্যে সুলাহ। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ব্যাপক; তিনি বলেন, “মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি।” (আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাকী)

দাঁতের মাড়িতে ক্ষত থাকার ফলে অথবা দাঁতন করতে গিয়ে রক্ত বের হলে তা গিলে ফেলা বৈধ নয় বরং তা বের করে ফেলা জরুরী। অবশ্য যদি তা নিজের ইচ্ছা ছাড়াই গলার নীচে নেমে যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

• সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার

সিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার বৈধ। কিন্তু ব্যবহার করার পর যদি গলায় সুরমা বা ওষুধের স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে (কিছু সংখ্যক উলামার মতে) সিয়াম ভেঙ্গে যাবে এবং সে সিয়াম কাযা করে নেয়াটাই উত্তম কাজ।

আনাস (রা.) সিয়াম থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ)

নাকে ওষুধ ব্যবহার করার পর যদি গলাতে তার স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে সিয়ামের কাযা করতে হবে।

• মলদ্বারে ওষুধ ব্যবহার

সিয়ামপালনকারীর জ্বর হলে তার জন্য মলদ্বারে ওষুধ (সাপোজিটরি) দেয়া যায়। তদনুরূপ জ্বর মাপা বা অন্য কোন পরীক্ষার জন্য মলদ্বারে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা সিয়ামের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কারণ এ কাজকে খাওয়া বা পান করা কিছুই বলা যায় না। (এবং মলদ্বার পানাহারের পথও নয়।)

• পেটে (এন্ডোসকপি মেশিন) নল সঞ্চালন

পেটের ভিতর কোন পরীক্ষার জন্য (এন্ডোসকপি মেশিন) নল বা স্টমাক টিউব সঞ্চালন করার ফলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি পাইপের সাথে কোন (তেলাক্ত) পদার্থ থাকে এবং তা তার সাথে পেটে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে তাতে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ ফরয বা ওয়াজিব সিয়ামে করা বৈধ নয়।

• স্বামী-স্ত্রীর আপোষের চূষন

যে সিয়ামপালনকারী স্বামী-স্ত্রী মিলনে ধৈর্য রাখতে পারে; অর্থাৎ সঙ্গম বা বীর্যপাত ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা না করে, তাদের জন্য আপোষে চূষন বা কোলাকুলি করা বৈধ এবং তা তাদের জন্য মাকরুহ নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ (সা.) সিয়াম রাখা অবস্থায় স্ত্রী-চূষন করতেন। আর তিনি ছিলেন যৌন ব্যাপারে বড় সংযমী। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর রসূল (সা.) স্ত্রী-চূষন করতেন রমাদানে সিয়াম রাখা অবস্থায়; (সহীহ মুসলিম) রমাদান মাসে। (আবু দাউদ)

স্ত্রীর দেহাঙ্গের যে কোন অংশ দেখা সিয়ামপালনকারীর স্বামীর জন্যও বৈধ। অবশ্য একবার দেখার ফলেই চরম উত্তেজিত হয়ে কারো মথী বা বীর্যপাত ঘটলে কোন ক্ষতি হবে না। (সহীহ বুখারী)

• নাক অথবা কোন কাটা-ফাটা থেকে রক্ত বের হওয়া

দেহের কোন কাটা-ফাটা অঙ্গ থেকে রক্ত পড়লে সিয়াম নষ্ট হয় না। বরং তা দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মতই। অনুরূপ নাক থেকে রক্ত পড়লেও সিয়াম নষ্ট হয় না কারণ তাতে মানুষের কোন ইচ্ছা থাকে না। আর ইচ্ছা করে বের করলে তাও দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মত। তদনুরূপভাবে মাথায় বা দেহের অন্য কোন জায়গায় পাথর বা অন্য কিছু আঘাত লেগে রক্ত বরলে সিয়াম নষ্ট হয় না।

• রক্তদান করা

পরীক্ষার জন্য কিছু রক্ত দেয়া সিয়ামপালনকারীর জন্য বৈধ। এতে তার সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না।

তদনুরূপ কোন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রক্তদান করাও বৈধ এবং তা দেহ থেকে দূষিত রক্ত বের করার মতই। এতেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না।

• দাঁত তোলা

সিয়ামপালনকারীর জন্য দাঁত (স্টেইন ইত্যাদি থেকে) পরিষ্কার করা, ডাক্তারী ভরণ (inlay) ব্যবহার করা এবং যন্ত্রণায় দাঁত তুলে ফেলা বৈধ। তবে এ সব ক্ষেত্রে তাকে একান্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে কোন প্রকার ওষুধ বা রক্ত গিলে ফেলা না হয়।

• কিডনী (মূত্রথলি) অচল অবস্থায় দেহের রক্ত শোধন

সিয়ামপালনকারীর কিডনী (kidney) অচল হলে সিয়াম অবস্থায় প্রয়োজনে দেহের রক্ত পরিষ্কার ও শোধন (Dialysis) করা বৈধ। পরিষ্কার করার পর পুনরায় দেহে ফিরিয়ে দিতে যদিও রক্ত দেহ থেকে বের হয়, তবুও তাতে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

• খাদ্য বা পানীয় নয় এমন ওষুধ (ইঞ্জেকশন) ব্যবহার করা

সিয়ামপালনকারীর জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা বৈধ যা পানাহারের কাজ করে না। যেমন, পেনিসিলিন বা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক বা টনিক কিংবা ভিটামিন ইঞ্জেকশন অথবা ভ্যাক্সিন ইঞ্জেকশন প্রভৃতি হাতে, কোমরে বা অন্য জায়গায়, দেহের পেশী অথবা শিরায় ব্যবহার করলে সিয়ামের ক্ষতি হয় না। তবুও নিতান্ত জরুরী না হলে তা দিনে ব্যবহার না করে রাতে ব্যবহার করাই উত্তম। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।” (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

• ক্ষতস্থানে ওষুধ ব্যবহার

সিয়ামপালনকারীর জন্য নিজ দেহের ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি করা দূষণীয় নয় হোক সে ক্ষত গভীর অথবা অগভীর। কারণ, এ কাজকে কিছু খাওয়াও বলা যায় না, অথবা পান করাও বলা যায় না। তা ছাড়া ক্ষতস্থান স্বাভাবিক পানাহারের পথ নয়।

• মাথা ইত্যাদি নেড়া করা

সিয়ামপালনকারীর জন্য নিজের মাথার চুল বা নাভির নিচের লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করা বৈধ। তাতে কোন স্থান কেটে রক্ত পড়লেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না।

• কুলি করা ও নাকে পানি নেয়া

সিয়ামপালনকারীর ঠোঁট শুকিয়ে গেলে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেয়া এবং মুখ বা জিভ শুকিয়ে গেলে কুলি করা বৈধ। অবশ্য গড়গড়া করা বৈধ নয়।

অতি প্রয়োজনে গড়গড়ার ওষুধ ব্যবহার করা বৈধ। তবে শর্ত হল যে পানি বা ওষুধ যেন গলার নিচে নেমে না যায়। (নেচেং তাতে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।) তাই সতর্কতামূলকভাবে তা দিনে ব্যবহার না করে রাতে করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “(ওষু করার সময়) তোমরা নাকে খুব পানি টেনে নিও কিন্তু তোমরা সিয়াম অবস্থায় থাকলে নয়।” (আহমাদ, আবু দাউদ)

• সুগন্ধির স্রাণ নেয়া

সিয়াম রাখা অবস্থায় আতর বা অন্য প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সর্বপ্রকার সুস্রাণ নাকে নেয়া সিয়ামপালনকারীর জন্য বৈধ। তবে ধূঁয়া জাতীয় সুগন্ধি যেমন আগরবাতি প্রভৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে নেয়া বৈধ নয়। কারণ এই শ্রেণীর সুগন্ধির ঘনত্ব আছে যা পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছে।

রান্নার যে ধোঁয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকে প্রবেশ করে তাতে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না কারণ তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

• নাকে বা মুখে স্প্রে (spray) ব্যবহার

স্প্রে দুই প্রকার : ১ম প্রকার হল পাউডার জাতীয় যা স্প্রে করা হয় এবং ধুলোর মত উড়ে গিয়ে গলায় পৌঁছলে রোগী তা গিলতে থাকে। এই প্রকার স্প্রেতে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে রোগীর যদি বছরের সব মাসে এবং দিনেও ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে তাকে এমন রোগী গণ্য করা হবে, যার রোগ সারার কোন আশা নেই। সুতরাং সে সিয়াম না রেখে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীনকে খাইয়ে দেবে।

২য় প্রকার স্প্রে হল বাষ্প জাতীয়। এই প্রকার স্প্রেতে সিয়াম ভাঙ্গবে না। কেননা তা পাকস্থলীতে পৌঁছে না। কারণ তা এক প্রকার কমপ্রেসড গ্যাস যাতে প্রেশার পড়লে উড়ে গিয়ে ফুসফুসে পৌঁছে এবং শ্বাসকষ্ট দূর করে। এমন গ্যাস কোন প্রকার খাদ্য নয়।

যা থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য তাতে সিয়াম নষ্ট হয় না

থুথু : থুথু থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য। কারণ তা মুখে বা গলার গোড়ায় জমা হয়ে নিচে এমনিতেই চলে যায়। অতএব এতে সিয়াম নষ্ট হবে না এবং বারবার থুথু ফেলারও দরকার হবে না।

অবশ্য যে কফ, শ্লেষ্মা বেশী মোটা এবং যা কখনো মানুষের বুক (শ্বাসযন্ত্র) থেকে, আবার কখনো মাথা (sinuses) থেকে বের হয়ে আসে, তা গলা ঝেড়ে বের করে বাইরে ফেলা ওয়াজিব এবং তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। তবে যদি কেউ ফেলতে না পেরে গিলেই ফেলে, তাহলে তাতে সিয়াম নষ্ট হবে না।

রাস্তার ধূলা : রাস্তার ধূলা সিয়ামপালনকারীর নিঃশ্বাসের সাথে পেটে গেলে সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ এ সব থেকে বাঁচার উপায় নেই। অবশ্য মুখে মাস্ক ব্যবহার করে বা কাপড় বেঁধে কাজ করাই উত্তম।

সিয়াম অবস্থায় যা করা চলে

এমন কিছু কাজ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে সিয়ামপালনকারীর জন্য করা অবৈধ মনে হলেও আসলে তা বৈধ। সেরূপ কিছু কাজ নিম্নরূপ :

- **সফর করা :** সিয়ামপালনকারীর জন্য এমন দেশে সফর করে সিয়াম রাখা বৈধ, যেখানের দিন ঠাণ্ডা ও ছোট।
- **সাহরের শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার করা :** সাহর-এর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করা সিয়ামপালনকারীর জন্য বৈধ। কিন্তু ফযর শুরু (সময় বা আযান) হওয়ার সাথে সাথে মুখের খাবার উগলে ফেলা ওয়াজিব। অনুরূপ সহবাস করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী। পক্ষান্তরে সাহর-এর সময় শেষ হয়ে গেছে বা ফজরের আযান শুরু হয়ে গেছে জেনেও যদি কেউ পানাহার বা স্ত্রী-সঙ্গমে মত্ত থাকে, তাহলে তার সিয়াম হবে না।

• ফযর শুরু হওয়ার পরেও নাপাক থাকা

স্ত্রী-সঙ্গম অথবা স্বপ্নদোষ হওয়ার পরেও সময়ের অভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামপালনকারী সিয়ামের নিয়ত করতে এবং সাহর খেতে পারে। এমন কি সাহরের সময় শেষ হয়ে গেলেও আযানের পর গোসল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিয়ামের শুরুর কিছু অংশ নাপাকে অতিবাহিত হলেও সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য সলাতের জন্য গোসল জরুরী।

মা আয়িশা ও উম্মে সালামাহ (রা.) বলেন, ‘আল্লাহর রসূল (রা.)-এর (কখনো কখনো) স্ত্রী-মিলন করে অপবিত্র অবস্থায় ফযর হয়ে যেত। তারপর তিনি গোসল করতেন এবং সিয়াম রাখতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তদনুরূপ নিফাস ও ঋতুমতী মহিলার রাতে রক্ত বন্ধ হলে (সিয়ামের নিয়ত করে এবং সাহর খেয়ে) ফযরের পর সিয়াম শুরু করে পরে গোসল করে সলাত আদায় করতে পারে। উপরোক্ত নাপাক পুরুষ ও মহিলার জন্য নাপাকীর গোসলকে সকাল বা দুপুরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। বরং সূর্য উদয়ের পূর্বেই গোসল করে যথাসময়ে সলাত আদায় করা তাদের জন্য ওয়াজিব।

জ্ঞাতব্য যে, রমাদানের দিনের বেলায় সিয়ামপালনকারীর স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তার সিয়াম বাতিল হয় না। কেননা, তা তার ইচ্ছার অধীন নয়। অতএব তার জন্য জরুরী হল, নাপাকীর গোসল করা। অবশ্য ফজরের সলাত আদায় করার পর ঘুমাতে গিয়ে স্বপ্নদোষ হলে, সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে যদি যোহরের আগে পর্যন্ত বিলম্ব করে গোসল করে, তাহলে তাতে দোষ হবে না। অবশ্য উত্তম হল, নাপাক না থেকে সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে বিভিন্নভাবে আল্লাহর যিকর করা।

• দিনে ঘুমানো

সিয়ামপালনকারীর জন্য দিনে ঘুমানো বৈধ। কিন্তু সকল সলাত তার যথাসময়ে জামাতাত সহকারে আদায় করতে অবহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। বরং উচিত হল, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে রমাদানের সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়কে নফল সলাত, যিকর-আযকার ও কুরআন কারীম তিলাওয়াত দ্বারা আমল করা। যাতে তার সিয়ামের ভিতরে নানা প্রকার ইবাদতের সমাবেশ ঘটে।

• লবণ বা মিষ্টি চাখা

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘কোন খাদ্য, সিকাঁ এবং কোন কিছু কিনতে হলে তা চেখে দেখাতে কোন দোষ নেই।’ (সহীহ বুখারী)

তবে এ কাজটি না করাই শ্রেয়। যদি খাবারে লবণ/মিষ্টি কমবেশী হলে পরিবারের কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে সেক্ষেত্রে চেখে দেখার বিষয়টি এসেছে। এছাড়া বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে বারবার কুলি করতে হবে এবং অসতর্কতার জন্য সিয়াম ভেঙ্গে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ কাজটি থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

সিয়ামপালনকারীর জন্য যা করা

অপছন্দনীয়

উলামাগণ কিছু এমন বৈধ কর্ম করাকে সিয়ামপালনকারীর জন্য অপছন্দনীয় মনে করেন যা করার ফলে তার সিয়াম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর তা নিম্নরূপ :

- ✍ মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা।
- ✍ শ্লেষ্মা গিলে ফেলা।
- ✍ গাম (Gum) জাতীয় কিছু চিবানো।
- ✍ দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবার পরিষ্কার না করা।
- ✍ অপ্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা। কারণ তা গলার নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।
- ✍ এমন জিনিস নাকে নিয়ে ঘ্রাণ নেয়া (শৌঁকা) যা সিয়ামপালনকারীর নিঃশ্বাসের সাথে গলার ভিতরে যেতে পারে।
- ✍ এমন কিছু করা যাতে তার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে এবং সিয়াম চালিয়ে যেতে কষ্ট হবে। যেমন দূষিত রক্ত বহিষ্করণ ও অধিক রক্তদান।
- ✍ কুলি করা ও নাকে পানি নেয়াতে আধিক্য করা।
- ✍ মাজন বা টুথ পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা।

এ ছাড়া আরো কিছু কাজ রয়েছে যা করলে সিয়ামপালনকারীর সিয়াম অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং তার সওয়াবও কম হয়ে যায়। যেমন মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গীবত করা, চুগলখুরী করা। অনুরূপভাবে এমন সব কথা বলা যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

যাতে সিয়াম নষ্ট বা বাতিল হয়

স্ত্রী-সঙ্গম, বীর্যপাত, পানাহার, যা এক অর্থে পানাহার (যথা স্যালাইন ইঞ্জেকশন), ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, মহিলার মাসিক অথবা নিফাস শুরু হওয়া, নিয়ত বাতিল করা, মুরতাদ হওয়া। উপরের কারণে সিয়াম ভঙ্গ হলে কাফফারা দিতে হবে।

সিয়াম ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ

- **অসুস্থতা** : কোন কারণে হঠাৎ অসুস্থ হলে।
 - **সফর** : “আর যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে (সে সিয়াম ভঙ্গ করে) অন্য দিনে তা কাযা আদায় করে নেবে।” (সূরা বাকারা : ১৮৫)
- সিয়ামের ক্ষেত্রে মুসাফিরের জন্য উত্তম হচ্ছে সিয়াম পালন করা। সিয়াম ভঙ্গ করলেও কোন অসুবিধা নেই। পরে উক্ত দিনগুলোর কাযা আদায় করে নেবে। তবে সিয়াম ভঙ্গ করা যদি বেশী আরাম দায়ক হয় তাহলে সিয়াম ভঙ্গ করাই উত্তম। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তিনি পছন্দ করেন।
- কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে সিয়াম ভঙ্গ করা; যেমন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার, আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে দরকার হলে সিয়াম ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

- **গর্ভবতী নারীর** নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা করলে সিয়াম ভঙ্গ করবে।
- **সন্তানকে দুগ্ধদানকারী** নারী যদি সিয়াম রাখলে নিজের বা সন্তানের জীবনের আশংকা করে তবে সিয়াম ভঙ্গ করবে।
- **আল্লাহর পথে জিহাদে** থাকার সময় শরীরে শক্তি বজায় রাখার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, “আগামীকাল তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করবে, সিয়াম ভঙ্গ করলে তোমরা অধিক শক্তিশালী থাকবে, তাই তোমরা সিয়াম ভঙ্গ কর।” (সহীহ মুসলিম)

সিয়াম ভঙ্গের কাযা

উপরোক্ত কারণগুলোর কারণে সিয়াম কাযা হলে রমাদান মাসের পরে সমপরিমাণ সিয়াম আদায় করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিটি সিয়ামের জন্য একটি করে সিয়াম।

অসুস্থ ব্যক্তির সিয়াম

মানুষ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোন আশা নেই তাহলে প্রতিদিনের সিয়ামের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। এটাকে বলে ফিদইয়া।

খাদ্য দেয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, মিসকীনকে পরিমাণমত চাউল প্রদান করা এবং সাথে মাংস ইত্যাদি তরকারী হিসেবে দেয়া উত্তম। অথবা দুপুরে বা রাতে তাকে একবার খেতে দিবে। এটা হচ্ছে ঐ রুগীর ক্ষেত্রে যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

অতি বৃদ্ধ লোকের সিয়াম

প্রশ্ন : খুবই বৃদ্ধ লোক। সিয়াম পালন তার জন্য খুবই কষ্টকর। তার জন্যে সিয়াম পালনের হুকুম কী?

উত্তর : তার উপর সিয়াম পালন করা জরুরী নয়। তবে এ ব্যক্তি অন্য কাউকে দিয়ে কাযা আদায় করাবে অথবা ফিদইয়া দিবে। প্রতি এক রোযার জন্য একজন মিসকীনকে এক বেলা খাবার খাওয়াবে। (৫১০ গ্রাম পরিমাণ ভাল খাবার)

সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা

উপরোক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া সিয়ামের বদলে দিতে হয় কাফফারা। আর কাফফারা হলে, সিয়াম না রাখার কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। কাফফারা তিন ধরনের। (১) দাস মুক্ত করা, আর তা সম্ভব না হলে (২) একাধারে ৬০+১টি সিয়াম রাখা, আর সেটিও সম্ভব না হলে (৩) ৬০ জন মিসকীনকে এক বেলা খাবার খাওয়ানো। (সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে)

(ক) একদিনের সিয়াম ভংগের জন্য একাধারে দু’মাস সিয়াম পালন করতে হবে। মাঝখানে একদিন বাদ গেলে এর পরের দিন থেকে আবার একাধারে পূর্ণ দু’ মাস সিয়াম পালন করতে হবে। অথবা

(খ) ৬০ জন মিসকীনকে এক বেলা আহার করাতে হবে।

তারাবীহর সলাত

রমাদানের রাতের বিশেষ নফল সলাতকে সলাতুত তারাবীহ বা তারাবীহর সলাত বলা হয়। 'তারাবীহ' মানে হল আরাম করা বা বিশ্রাম নেয়া। যেহেতু সলফে সালেহীনগণ ৪ রাকআত সলাত আদায় করে বিরতির সাথে বসে একটু বিশ্রাম নিতেন, তাই তার নামও হয়েছে তারাবীহর সলাত।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সলাত একই

রাত্রির বিশেষ নফল সলাত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। রমাদানে ঈশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রমাদান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, কিয়ামুল লায়িল সবকিছুকে এক কথায় 'সলাতুল লায়িল' বা 'রাত্রির নফল সলাত' বলা হয়।

তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী অথবা জামা'আতসহ এবং তাহাজ্জুদ শেষরাতে একাকী পড়তে হয়। রসূলুল্লাহ (সা.) রমাদানের রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন মর্মে সহীহ বা যঈফ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। (মির'আত ৪/৩১১ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭)

রসূল (সা.) কিভাবে তারাবীহ পড়েছেন?

রসূল (সা.) প্রথম ৪ রাকআত সলাতকে এক সময়ে একটানা পড়েছেন। অর্থাৎ তিনি ২ রাকআত সলাত আদায় করার পর সাথে সাথেই আবার ২ রাকআত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর বসে বিরতি নিতেন। অতঃপর তিনি উঠে পুনরায় ২ রাকআত সলাত আদায় করার পর সাথে সাথে আবার ২ রাকআত আদায় করতেন। অতঃপর আবার বসে একটু জিড়িয়ে নিতেন এবং সবশেষে ৩ রাকআত বিতর আদায় করতেন। এখান থেকেই সলফগণ ১১ রাকআত সলাতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তাই তাঁরা প্রথমে ২ সালামে ৪ রাকআত সলাত আদায় করে একটু বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর আবার ২ সালামে ৪ রাকআত সলাত আদায় করে পরিশেষে ৩ রাকআত বিতর আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

রসূল (সা.) কত রাকআত তারাবীহ পড়েছেন?

আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রমাদানে আল্লাহর রসূল (সা.)-এর সলাত কত রাকআত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি রমাদানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআতের বেশী সলাত আদায় করতেন না।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ)

সায়ের বিন ইয়াযীদ বলেন, '(খলীফা) উমার উবাই বিন কাব ও তামীম আদ-দারীকে আদেশ করেছিলেন যেন তাঁরা রমাদানে লোকদের নিয়ে ১১ রাকআত তারাবীহ পড়েন। (মালেক মুওয়াত্তা, বাইহাকী)

পক্ষান্তরে ২০ রাকআত তারাবীহ নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। সাহাবাদের তরফ থেকে যে আসার বর্ণিত করা হয়, তার সবগুলিই যযীফ। ('স্বালাতুত তারাবীহ'-মুহাদ্দিস নাসিরউদ্দিন আলবানী)

তারাবীহর সলাতে কুরআন খতম

তারাবীহর সলাতে কুরআন খতম করার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ইমাম তাঁর কিরাআতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করবেন, ধীর ও শান্তভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবেন খতম করতে না পারলেও; বরং মুক্তাদীরা যাতে উপকৃত হয় সেই চেষ্টাই করবেন। কুরআন খতম করা কোন জরুরী কাজ নয়; জরুরী হল লোকদেরকে তাদের সলাতের ভেতরে কিরাআতের মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করে উপকৃত করা।

তারাবীহর ইমাম কেমন হবেন : তারাবীহর মাধ্যমে কুরআন খতম করার উদ্দেশ্যে সাধারণত মসজিদগুলোতে ইমাম হিসেবে হাফিয নিয়োগ দেয়া হয়। এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে সলাতের জন্য কে ইমাম হতে পারবেন বা ইমামের যোগ্যতা কী হবে? ইমাম তিনিই হবেন যিনি তাজবীদ ভাল জানেন, কুরআন ভাল জানেন, আর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুরআন ভাল জানা মানে হচ্ছে যিনি কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করেন, কুরআন ভালভাবে বুঝেন ও দীন ইসলাম ভাল জানেন ও সেই অনুযায়ী আমল করেন অর্থাৎ জীবন পরিচালনা করেন।

আমাদের সামাজিক তারাবীহর সলাত পড়ানোর জন্য অনেক হাফিয নিয়োগ দেয়া হয় যারা কুরআন শুধু মুখস্তই জানেন কিন্তু দীন ইসলাম সম্পর্কে ভাল জানেন না, আর কুরআন অনুযায়ী জীবনও পরিচালনা করেন না, এছাড়া নিজেদের চরিত্রের সাথেও কুরআনের তেমন মিল নেই। অনেক সময় ছোট ছোট বাচ্চাদেরও হাফিয হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় যাদের দীন ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নাই। আর একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে হাফিয (ইমাম) যেন নাবালক না হন। এই বিষয়টিকে নিয়ে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করি।

বিশেষ নোট : আমাদের দেশে তারাবীহতে যেভাবে রেলগাড়ির মতো দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তা মোটেও ঠিক নয়। কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে ধীরস্থিরভাবে যাতে নিজে এবং মুক্তাদীরা বুঝতে পারেন। এছাড়া তারাবীহর সলাতকে "খতমে তারাবীহ" বলাও বিদ'আত। কারণ তারাবীহতে কুরআন খতম করতেই হবে এমন কোন বিধান নেই। অনেকে এই ভুল ধারণার কারণে এক মসজিদে তারাবীহ শুরু করলে সারা মাস আর অন্য মসজিদে তারাবীহ পড়েন না! এই ধরণের কাজ ঠিক নয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

রমাদান মাসে আমি ঈশা এবং তারাবীহ পড়তে মসজিদে গিয়ে দেখি ইশার জামা'আত হয়ে গেছে এবং তারাবীহর সলাত চলছে। এখন আমি কোন সলাত আদায় করবো? ইশা নাকি তারাবীহ?

সমাধান হচ্ছে ইমামের পিছনে জামা'আতে যোগদান করা। সকলে তারাবীহ আদায় করছে কিন্তু আমার নিয়ত থাকবে ইমামের পিছনে চার রাক'আত জামা'আতের সাথে ঈশা আদায় করছি। ইমাম যখন দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবেন তখন আমি সালাম ফিরাবো না বরং চার রাক'আত ঈশা সম্পূর্ণ করবো।

এতে জামা'আতের সাথে আমার ঈশার সলাত আদায় হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে যে মসজিদে ইমামের নেতৃত্বে কোন জামা'আত চললে একাকী কোন সলাত আদায় করা যাবে না অথবা কয়েকজন মিলে পিছনে আরেকটা জামা'আতও করা যাবে না, ইমামের সাথে জামা'আতে যোগ দিতে হবে।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : একটা সিয়াম ভংগের জন্যে ফিদইয়ার পরিমাণ কত?

উত্তর : এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ গম ।

অর্থাৎ প্রতি একদিনের সাওমের বদলে একজন মিসকীনকে এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ গম (ভাল খাবার) প্রদান করবে । (বাইহাকী)

ফিদইয়া কার জন্য : যে চিররোগী অথবা অতিবৃদ্ধ, যে রমাদানের পরেও সিয়াম পালন করতে অপারগ তার জন্যে শুধু ফিদইয়া । যে রমাদানের পরে কাযা করতে পারবে তার জন্যে ফিদইয়া প্রযোজ্য নয় ।

প্রশ্ন : কী পরিমাণ অসুস্থ হলে সিয়াম ভঙ্গ করা যাবে?

উত্তর : রোগের কারণে যদি স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলে, ডাক্তার যদি বলে যে, এ সিয়ামের কারণে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে, বা রোগীর ক্ষতি হতে পারে বা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে তবেই সিয়াম ভঙ্গবে । কিন্তু সামান্য অসুখ যেমন মাথাব্যথা, সর্দি-কাশি অনুরূপ কোন সাধারণ রোগের কারণে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না । মনে রাখতে হবে যে, রোগের কারণে যেসব সিয়াম ভঙ্গ হবে ঠিক অনুরূপ সংখ্যক সিয়াম পরে কাযা আদায় করতে হবে ।

প্রশ্ন : অসুস্থ হলেও সিয়াম পালনে খুব কষ্ট হচ্ছে না এবং কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও নেই, এমতাবস্থায় কী করবে?

উত্তর : সিয়াম পালন করবে । এমন হলে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয় ।

প্রশ্ন : সিয়াম অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর : সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরে তা কাযা আদায় করবে ।

প্রশ্ন : কোন রোগী সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় করার আগেই মৃত্যুবরণ করল, তার জন্যে কী করতে হবে?

উত্তর : তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রতি একদিনের সিয়াম-এর বদলে একজন মিসকীনকে একবেলা খাবার খাওয়াবে । অথবা তার কোন আত্মীয় যদি তারপক্ষ থেকে কাযা আদায় করে তবে মৃতের জন্যে তা আদায় হয়ে যাবে ।

প্রশ্ন : কোন অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার পর কাযা সিয়াম আদায় না করে শুধু ফিদইয়া দিলে চলবে কি?

উত্তর : না, তা জায়েয হবে না । কাযা আদায় করতে হবে ।

প্রশ্ন : এক রমাদান মাসের কাযা আদায়ের পূর্বে অন্য রমাদান মাস এসে গেলে কী করবে?

উত্তর : এমতাবস্থায় চলতি রমাদানের সিয়াম আদায় করার পর পূর্বের সিয়ামগুলোর কাযা পালন করবে ।

প্রশ্ন : কঠিন শারীরিক পরিশ্রম যারা করে তারা কি রমাদানের ফরয সিয়াম ভঙ্গতে পারবে?

উত্তর : না, পারবে না ।

প্রশ্ন : পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের চাপের কারণে সিয়াম কি ভঙ্গতে পারবে?

উত্তর : না, তাও পারবে না । অধ্যয়ন সিয়াম ভঙ্গের উয়র হিসেবে গণ্য হবে না ।

প্রশ্ন : আমাদের সন্তানদের উপর কত বছর বয়স থেকে রমাদানের সিয়াম ফরয হবে?

উত্তর : ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলেই তার উপর ঐবছর থেকে রমাদানের সিয়াম ফরয । সেই বছর থেকে উপরের সমস্ত নিয়ম-কানুন তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে ।

নোট ১ : যে ব্যক্তি শরীয়তী উয়র ছাড়া (রমাদান) মাসে একটি সিয়ামও ছেড়ে দেবে, সে যদি এর বদলে সারা জীবনও সিয়াম পালন করে তবু তার গুনাহ মাফ হবে না । (সহীহ বুখারী)

নোট ২ : যারা বালেগ হওয়ার পরও দীর্ঘ দিন সিয়াম পালন করেনি তাদেরকে সেই দিনগুলো হিসাব করে এখন কাযা আদায় করতে হবে এবং তওবা করতে হবে ।

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি বিনা কারণে অতীতে সিয়াম ভঙ্গ করেছে সে কীভাবে কাযা ও কাফফারা আদায় করবে?

উত্তর : এক রমাদানের সাওম তাকে পরবর্তী রমাদানের আগে আদায় করতে হবে । যদি তা সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা কাযা আদায় করে নিতে হবে । এবং প্রতি সাওম-এর বদলে একটি সাওম পালন করতে হবে । আর তা রাখতে শারীরিকভাবে অক্ষম হলে একজন মিসকীনকে এক বেলা করে খাবার খাওয়াতে হবে ।

প্রশ্ন : শবে বরাত, শবে মিরাজ ও শবে ক্বদরে কী করণীয়?

উত্তর : শবে বরাত বলতে ইসলামে কিছু নেই এবং কোন আমলও নেই, এটি বিদ'আত, শবে রবাত পালন করলে গুনাহ হবে ।

শবে মিরাজে রসূল (সা.) উর্ধগমনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন দিন শবে মিরাজ পালন করেন নাই তাই এটি পালন করাও বিদ'আত ।

ইসলামে যা আছে তা হচ্ছে সবই শবে ক্বদরকে ঘিরে, এই রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং শেষ দশ রমাদানে বিজোড় রাত্রিগুলোতে ইবাদাত করতে বলা হয়েছে, এই রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ।

রেফারেন্স :

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী - আল-মাজমাআহ, সউদী আরব
শাইখ মু. বিন সালিহ আল-উসাইযীন (রহ.) - সদস্য, সউদী ওলামা পরিষদ
অধ্যাপক মো. নূরুল ইসলাম, সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আদী হাসান তৈয়ব - ইসলাম হাউস, সউদী আরব
শেখ নাসিরউদ্দিন আলবানী, ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine

Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada



Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com